Raniganj Girls' College
Department of History
Sixth Semester Core Paper (601) for Honours
Paper Name: War and Diplomacy (1914-1945)

ভার্সাই চুক্তি, ১৯১৯

.হিটলার কেন চুক্তিটিকে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করেছিলেন?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯সালের ২৮শে জুন জার্মানির সাথে মিত্রপক্ষ যে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তা ইতিহাসে 'জবরদস্তিমূলক চুক্তি' হিসাবে পরিচিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির সঙ্গে স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তিকে সাধারণ ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধের কারণ হিসাবে মনে করা হয়ে থাকে। চুক্তি স্বাক্ষর কালে জার্মান প্রতিনিধিদের সাথে অপমানজনক ব্যবহার, চৌদ্দ দফা নীতিকে উপেক্ষা করেই জার্মানির উপর এক তরফাভাবে সন্ধি শর্ত চাপিয়ে দেওয়া, আলোচনার কোন সুযোগ না দিয়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা, জার্মানি তথা জার্মান সম্রাটকে যুদ্ধ-অপরাধী হিসাবে গন্য করা প্রভৃতি জার্মানির জনমানসে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল।

লগ্ন থেকেই ভার্সাই চুক্তি বিরোধী রাষ্ট্রগুলি এর বিরোধিতা করেছিল। হিটলার ভার্সাইচুক্তি অগ্রাহ্য করেই ১৯৩৬ সালে রাইনল্যান্ডে ভার্সাই চুক্তির ৪৪০টি ধারার অধিকাংশই ছিল জার্মানিকে স্থায়ী ভাবে দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য। জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়াম ও তার পরামর্শ-গোষ্ঠীকে যুদ্ধোপরাধী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ছোট দেশ বেলজিয়ামের চেয়েও জার্মানির সামরিক শক্তি হ্রাস করা হয়। জার্মানির শিল্প-প্রধান অঞ্চল ও উপনিবেশগুলি ও কার্যতঃ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। জার্মানির আয়তন সঙ্কুচিত করার জন্য বহু জার্মান ভাষা-ভাষি মানুষকে পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের অধীনস্ত করা হয়েছিল। এর উপর বিপুল পরিমান ক্ষতিপূরণের বোঝা জার্মানির ওপর চাপান হয়েছিল, যার ফলে জার্মানির অর্থনিতি পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, জার্মানি প্রায় ২৫ হাজার বর্গমাইল অঞ্চল, ৭০ লক্ষ নাগরিক, ১৫ শতাংশ চাষের জমি এবং ১২ শতাংশ শিল্পাঞ্চল হারিয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই জার্মান-জাতি এই চুক্তিকে ন্যায্য বলে স্বীকার করতে পারেনি। বরং চুক্তি ভাঙার জন্য তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। আর এই ভাঙার কাজকে বাস্তবায়িত করার জন্য তারা নেতা হিসাবে পেয়েছিল হিটলারকে। জার্মান-জনতার এই মানসিকতাকে পুঁজি করেই হিটলারের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। তাই হিটলার তার জন-প্রিয়তা বা জন-সমর্থন অটুট রাখার জন্য প্রতি পদক্ষেপে ভার্সাই চুক্তিকে তার আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করেছিলেন।

ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানির নিরস্ত্রীকরনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জাতিসংঘের সংবিধান অনুযায়ী সকল সদস্য রাষ্ট্রকে ন্যুনতম অস্ত্র রাখতে বলা হয়েছিল। কিন্তু নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা সমর-সজ্জাকে উৎসাহিত করে এবং তিরিশের দশক থেকে জার্মানি সহ সকল দেশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। হিটলারের জার্মানিকে রোধ করার ক্ষমতা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির ছিল না। শুধুমাত্র হিটলারের আগ্রাসনের কারণে নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি, ইঙ্গ-ফরাসী তোষণ নীতিও হিটলারকে উৎসাহিত করেছিল ভার্সাই ব্যবস্থাকে নাকচ করতে। আর মহামন্দা হিটলারের সামনে সুযোগ উপস্থিত করেছিল। হিটলার শুধু ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী দেয় ক্ষতিপূরনকে আস্বীকার করেন নি, জার্মানির জন্য ভৌমিক সম্প্রসারণ নীতি, তা 'আনশ্লুস' বা লেবেনস্রম' হোক, কার্যকরী করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ম্যুনিখ চুক্তি হিটলারকে রোধ করতে পারেনি।

সিরিল ফলস্ বলেছেন, হিটলার এই চুক্তি ভাঙার জন্য প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেন। ভার্সাই চুক্তির অঙ্গ হিসাবে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতিসংঘ, কিন্তু জন্ম লগ্ন থেকেই ভার্সাই চুক্তি বিরোধী রাষ্ট্রগুলি এর বিরোধিতা করেছিল। হিটলার ভার্সাই চুক্তিকে অগ্রাহ্য করেই ১৯৩৬ সালে রাইনল্যান্ডে সৈন্য প্রেরণ করে। যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্মানির অঙ্গ-রাজ্যে পরিণত করেছিল। আর শেষে, ভার্সাই ব্যবস্থাকে পুরোপুরি অবহেলা করে পোল্যান্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।